280

আজকের কাগজ

তারিখ ... 30 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রহত্যার হিসেব নেই, তদন্তও নেই

তারিক রিজভী ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩০ বছর সংঘঠিত ছাত্র হত্যার একটিরও বিচার হয়নি। এ ব্যাপারে গঠিত শতাধিক তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের একটিও আলোর মুখ দেখেনি। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রহত্যা সংগঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। কিন্তু এ পর্যন্ত কতো হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছে তার কোনো সঠিক হিসেবও নেই। ডাকসু সংগ্রহশালার তথ্যানুযায়ী শুধুমাত্র স্বৈরাচার এরশাদের আমলে ১০৮ জন ছাত্র নিহত হয়েছেন। স্বাধীনতার আগে ও পরের সময়টায় নিহত ছাত্রের যে তালিকা পাওয়া যায় তা সঠিক নয়। তালিকায় নেই এমন নিহত ছাত্রের সংখ্যা তালিকাভুক্ত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি। '৬৮ থেকে '৯৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রহত্যার যে তালিকা পাওয়া যায় সে তালিকা অনুযায়ী নিহত ছাত্রের সংখ্যা ৬৪ জন। এখানে উল্লেখ্য, প্রায় প্রতিটি হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। জানা যায়, এ সমস্ত তদন্ত কমিটির ৯৫ ভাগ কোনো তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেনি এখনো। যে সব কমিটি তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছে তাদের পেশকৃত রিপোর্ট অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা করেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান প্রধান ছাত্রহত্যার ঘটনাগুলো এরকম

১৯৬৮ সালঃ মোনায়েম খানের কথিত পান্ডা সাইদুর রহমান 'পাঁচ পান্ডু' ছিল ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র। অক্টোবরের এক রাতে সলিমুল্লাহ হলের এক মদের আসরের মধ্যমনি সাইদুর রহমান নিহত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিহত হবার ঘটনা এটাই ছিলো প্রথম।

১৯৬৯ সালঃ সরকারি শিক্ষানীতি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তখন চলছিলো তুমুল আন্দোলন। ছিলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সে সময়ই শিক্ষানীতি নিয়ে বিবদমান দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হলেন ছাত্রনেতা আব্দুল মালেক।

১৯৭৪ সালঃ ৪ এপ্রিল দুপুরে কামরুল ও ফজলে এলাহী নামে দু'ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। কোহিনুর তখন ক্যাম্পাসে সশস্ত্র একটি গ্রুপের নেতা। কামরুল, ফজলে এলাহীকে মেরে কোহিনূর গ্রুপের আশ্রয়ে আছে এমনি একটি খবর পেয়ে সূর্যসেন হল থেকে ফজলে এলাহী গ্রুপের কিছু সশস্ত্র যুবক কোহিনূরকে মহসিন হলের টিভি রুমে নিয়ে আসে। এবং কোহিনূরসহ আরো সাতজনকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি ছিলো 'সাত হত্যা' নামে খ্যাত।

১৯৭৭ সালঃ ক্যাম্পাসে আওরঙ্গ ও লুকু গ্রুপের দ্বন্দ্ব তখন চরমে। ইনু ও লোপা ছিলো লুকু গ্রুপের সদস্য। সুপরিকল্পিতভাবে এ দু'যুবককে হত্যা করা হয়। পরে লুকুকেও জবাই করে হত্যা করে আওরঙ্গ গ্রুপ। এরপর আওরঙ্গের ভাই রন্টু নিহত হয় লুকু গ্রুপের হাতে।

১৯৭৮ সালঃ ১২ এপ্রিল রোকেয়া হলে দু'দল ছাত্রীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল এ ঘটনার জের হেসেবে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। ১৯ এপ্রিল সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ক্যাম্পাসে। এ দিনই প্রশাসনিক ভবনের ১২৭ নম্বর কক্ষে একজনকে হত্যা করা হয়। এ বছরই লিয়াকত নামের মুজিববাদী ছাত্রলীগের এক কর্মিকে হত্যা করা হয়।

১৯৮৩ সালঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের এক রক্তাক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত হয় বেশ ক'জন ছাত্র। যদিও সরকারিভাবে স্বীকার করা হয় নিহত একজন। পরে পুলিশ মহসীন হল থেকে নিহত জয়নুলের লাশ উদ্ধার করে।

১৯৮৫ সালঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রদলের পারস্পরিক গোলাগুলিতে নিহত হন জাতীয় ছাত্রলীগ ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রাউফুন বসুনিয়া। পরে রাউফুন বসুনিয়াকে উৎসর্গ করে একটি তোরণ তৈরি করা হয়েছে।

১৯৮৬ সালঃ ঐতিহ্যবাহী ২১ ফেব্রুয়ারি। যেদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাষা শহীদদের স্মরণ করার কথা সেদিনই মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের সংঘর্ষে শহীদ মিনার চত্বরে নিহত হন একজন ছাত্র। এ বছরের ৩১ মার্চ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আর বিপক্ষে অবস্থানকারী ছাত্রদলের মধ্যে এক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় সূর্যসেন হলের সামনে। এ সময় ছাত্র ইউনিয়নের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করছিলো, তখন লেকচার থিয়েটারের সামনে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মি আসলাম গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে।

১৯৮৭ সালঃ ৯ মার্চ। দুপুর ২ টা ২৭ মিনিট। মহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে অবস্থান করছিলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবুল। ৪২৬ নম্বর কক্ষে হত্যা বিস্ফোরণের প্রবল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা মহসীন হল। মারাত্মক আহত বাবুল পিজি'র জরুরি বিভাগে ৬টা ২০মিনিটে মারা যান। একই কক্ষে অবস্থানরত বহিরাগত মাইনুদ্দিন ও নূর মোহম্মদ মারাত্মক আহত হয়ে পরদিন মারা যান। এ বছরই ১৪ জুলাই জাসদ ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের সংঘর্ষে ছাত্রদল কর্মি হালিম গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। পরদিন এসএম হলে আবারো সংঘর্ষ হয়-এবার জাসদ ছাত্রলীগের কর্মি মুন্না মাথায় গুলি লেগে ৯৫ ঘন্টা বেঁচে থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

এরপর ২-এর পাতায়

ছাত্রহত্যার হিসেব নেই

শেষের পাতার পর

১৯৮৮ সালঃ ৬ ডিসেম্বর ছাত্রদল নেতা বজলুর রহমান শহীদকে সূর্যসেন হলে গুলি করা হয়। গুলিবিদ্ধ হয়েও এ যাত্রায় বেঁচে যায় সে। ১১ ডিসেম্বর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সূর্যসেন হলে ভাষণ দেন। সে সময় মহসীন হলের ৩৫৭ নম্বর কক্ষে দ্বিতীয় দফায় খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাছ থেকে গুলি করা হয় তাকে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বজলুর রহমান শহীদ।

১৯৮৯ সালঃ ৯ ফেব্রুয়ারী। ছাত্র মিছিলে হামলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলিতে মধুর ক্যান্টিনের সামনে জাসদ ছাত্রলীগ কর্মি কফিলউদ্দিনের চোখের নিচে গুলি লেগে মারা যায়। এ বছরই ২৯ নভেম্বর সলিমুল্লাহ হলে সন্ত্রাসিদের ক্রস ফায়ারে নিহত হয় ফিন্যান্সের মেধাবী ছাত্র আরিফ।

১৯৯০ সালঃ ২১ জানুয়ারী। সূর্যসেন হলে আলমগীর কবির লিটন নিহত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারী জহুরুল হক হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগ ও মহসিন হলে অবস্থানরত ছাত্রদলের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে জহুরুল হক হলের ভিপি ছাত্রলীগ নেতা চুন্নু নিহত হন। এ সময় ফজলুল হল থেকে শহীদ নামে এক বহিরাগত যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। জহুরুল হক হলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ১৩ এপ্রিল নিহত হন ছাত্রলীগের খোকন। ২৬ নভেম্বর ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সন্ত্রাসিদের হাতে নিহত হন নিমাই চন্দ্র। ২৭ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে তৎকালীন স্বৈরশাসক এরশাদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষে, টিএসসি সড়কদ্বীপের কাছে বিএমএ'র যুগ্ম-সম্পাদক ডাঃ মিলন নিহত হন।

১৯৯১ সালঃ ২০ জুন। মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যেকার প্রচন্ড বন্দুক যুদ্ধে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মাহবুব নিহত হন। এ বছর আরও নিহত হন গালিব ও মিজান।

১৯৯২ সালঃ নিহত হন ছাত্রলীগের সংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। এ বছরই হাকিম চত্বরে অবস্থানরত ছাত্রদল, জগন্নাথ হল থেকে টিএসসি সড়কদ্বীপে অবস্থানরত মুজিববাদী ছাত্রলীগের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। ২৫/৩০ রাউন্ড গুলির পর সব থেমে যায়। সে সময় টিএসসি অবস্থানরত ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজুর নেতৃত্বে সন্ত্রাস বিরোধী একটি মিছিল সড়কদ্বীপের কাছাকাছি এলে সন্ত্রাসিদের একটি গুলি কেড়ে নেয় রাজুর জীবন। সন্ত্রাস বিরোধী এ নেতার স্মরণে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অচিরেই সন্ত্রাস বিরোধী স্থাপত্য স্থাপন করছে টিএসসি সড়কদ্বীপে। একই বছর নিহত হন ছাত্রলীগ (মিল-ল)-এর লাকু এবং ছাত্রদলের মামুন ও মাহমুদ।

১৯৯৩ সালঃ নিহত হন ছাত্রদলের পাভেল ও জিন্নাহ। ছাত্রলীগের (মন্টু গ্রুপ) অলক। এ বছর পুলিশের বুলেটে নিহত হয়েছেন কামরুল ইসলাম বুলবুল এবং ছাত্রদল নেতা সারোয়ার আহমেদ মিদু।

১৯৯৪ সাল ঃ ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নিহত হন জাকির এবং বাপ্পী।

১৯৯৫ সালঃ তখন রোজার মাস। ইফতারি পরবর্তী সময়। ছাত্রদলের এক নেতাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালানো হয় টিএসসিতে। কিন্তু গুলি বিদ্ধ হন তার ড্রাইভার। তখনই মারা যায় সে। (তথ্য সূত্রঃ ডাকসু সংগ্রহশালা)

উপরের ধারাক্রমে '৭১ এবং স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে মৃতের কথা উল্লেখ নেই। তবে জানা যায় এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে মোট ১০৮ জন ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহতদের এ তালিকা আমাদের হতভম্ব করে দেয়। এ কেমন দেশ আমাদের ? যেখানকার প্রধানতম বিদ্যাপীঠের এই চিত্র। কিন্তু রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে ছাত্রদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র। বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন, দামি জিনিস ব্যবহার, বাকী বা বিনা পয়সায় খাওয়ার সুবিধাভোগের লোভে সে অস্ত্র হাতে নেয় ছাত্ররা। এ সমস্ত অস্ত্রধারিরাই একসময় অস্ত্রের মুখে নিহত হয়। এ যেন এক অবিচ্ছেদ্য চক্র। রাজনেতিক দলগুলোর কাছে আমাদের আকুল আবেদন নিজেদের স্বার্থে কিছু তরুণ প্রাণকে ছিনিয়ে নেবেন না। ওদেরকে লেখাপড়া শেষ করে গর্বিত পদে বাবা-মা'র কোলে ফিরে যেতে দিন। অস্ত্রের বদলে ওদের শানিত মেধা, ক্ষুরধার কলম আর মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে মিছিলে আসতে দিন।